দুনিয়া আমাদের কি দিয়েছে?

29-March-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আজ জিব্রাঈল আমিন (عَلَيْهِ السَّلَام) আমার নিকট এসে সংবাদ দিলো যে, ইয়া **রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যে কেউ আপনার প্রতি একবার দরূদ পাক পাঠ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন আর যে কেউ আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করেন। **(মুসনাদে আহমদ, ৫/৫০৯, হাদীস নং-১৬৩৫২)**

উন পর দুরূদ জিন কো কসেঁ বে কাসাঁ কাহিঁ উন পর সালাম জিন কে খবর বে খবর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللّٰه! ,تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার পরিনাম

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে"** ৪র্থ খন্ডের ৮৫ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর গমন এমন এক লোকালয় (Colony) এর পাশ দিয়ে হলো, যেখানকার সকল মানুষ ও জ্বিন, পশু পাখি, সকল চতুষ্পদ প্রাণী এবং পোকা মাকড় মরে গেছে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন, অতঃপর নিজের হওয়ারীদের (অনুসারিদের) দিকে ফিরলেন এবং বললেন: এরা সবাই **আল্লাহ তায়ালা**র আযাবের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে, যদি এরূপ না হতো, তবে একত্রে সবাই মরতো না। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সেই মৃতদের আহ্বান করলেন: হে লোকালয়ের অধিবাসিরা! তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিলো: **লাব্বাইক হে রুহুল্লাহ**! অর্থাৎ হে রুহুল্লাহ! আমি উপস্থিত। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তোমাদের গুনাহ কিরূপ ছিলো? সে বললো: আমরা শয়তানের উপাসনা এবং দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষন করতাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তোমাদের শয়তানের উপাসনা কিরূপ ছিলো? সে বললো: আমরা **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতার অনুসরন করতাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: তোমাদের দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা কেমন ছিলো? সে বললো: এরূপ, যেমন শিশু তার মাকে ভালবাসে, যখন

দুনিয়া আমাদের নিকট আসে তখন আমরা খুশি হতাম এবং যখন চলে যেতো তখন আমরা দুঃখিত হতাম। পাশাপাশি আমরা দীর্ঘ আশায় মেতে ছিলাম এবং **আল্লাহ তায়ালা** আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অসন্তুষ্টির প্রতি পরিচালিত ছিলাম। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: তোমাদের এই অবস্থা কিভাবে হলো? সে বললো: আমরা রাত ভালভাবেই অতিবাহিত করলাম এবং সকালে হাবিয়ায়। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: হাবিয়া কি? সে বললো: সিজ্জিন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: সিজ্জিন কি? সে বললো: পুরো দুনিয়ার ন্যায় আগুনের একটি কয়লা, এতেই আমাদের সকলের রূহ দাফন করে দেয়া হলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তোমার সাথীরা কেন কথা বলছে না? সে বললো: তার কথা বলার শক্তি নেই। বললেন: এর কারণ কি? সে বললো: তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: তবে তুমি আমার সাথে কিভাবে কথা বলছো অথচ তুমিও তো তাদের দলে? সে বললো: নিশ্চয় আমি তাদের দলে, তবে তারা যে অবস্থায় ছিলো, আমি সেই অবস্থায় ছিলাম না, যখন বিপদ আসলো তখন তাদের সাথে আমাকেও ঘিরে নিলো এবং এখন আমি হাবিয়ায় একটি চুলের সাথে ঝুলে আছি, আমি জানি না যে, আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, নাকি আমি মুক্তি পাবো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর অনুসারীদের বললেন: আমি সত্য বলছি, যবের রুটি খাওয়া, পরিস্কার পরিছন্ন পানি পান করা এবং আবর্জনার স্তুপে কুকুরের সাথে ঘুমানো, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ, ৪/৬৪, নম্বর-৪৭৬২)**

মওত আ'কর হি রাহে গী ইয়াদ রাখ! জান জা কর হি রাহেগি ইয়াদ রাখ!
গর জাহাঁ মে সো বরস তু জি ভি লে কবর মে তনহা কিয়ামত তক রহে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত বিভিষীকাময় ঘটনায় দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য নসিহত ও শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল বিদ্যমান। যাকেই দেখি সে-ই দুনিয়ার পেছনে চোখ বন্ধ করে দৌড়াচ্ছে, প্রচুর সম্পদ, অঢেল জমিজমা, ফ্যক্টরী, হোটেল, পেট্রোল পাম্প, শপিং মল, মার্কেট, ফ্লাট বাড়ি, বাংলো এবং আলিশান গাড়ি থাকার পরও মানুষের লিপ্সা (Greed) শেষ হওয়ার নামও নেয়

না। আমরা একটি ভাবি যে, আমরা দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের শিক্ষনীয় পরিনতি থেকে উদাসিন হয়ে যায়নি তো? আমরা কি সর্বদা এই দুনিয়াতেই থাকবো? আমরা কি মাগফিরাতের বার্তা পেয়ে গেছি? আমরা কি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আগত আযাবকে ভূলে গেছি? আমাদের কি রোজ মৃত্যু বরণ করা মানুষ থেকে শিক্ষা অর্জিত হয় না? আমরা কি অসুস্থতার কারণে বিছানায় ছটফটকারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহন করিনা? আমরা অন্তিম সময়ের কঠোরতা সহ্য করতে পারবো? আমরা কি সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরকে ভূলে গেছি? আমরা কি কবরের সাপ, বিচ্ছূ এবং পোকা মাকড় থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য করে নিয়েছি? আমরা কি মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করেছি? কিয়ামতের দিনের হিসাব নিকাশের প্রস্তুতি কি আমরা নিয়ে নিয়েছি? যাইহোক নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে, আমরা যতদিন দুনিয়ায় থাকবো, ততদিন দুনিয়ার জন্য এবং যতদিন কবর ও আখিরাতে থাকবো ততদিন কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে যেনো ব্যস্ত থাকি, হাসিখুশি মানুষ হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে দেখতে দেখতেই অন্ধকার কবরে পৌঁছে যায়, এমনিভাবে আমাদেরও মরতে হবে, অন্ধকার কবরে নামতে হবে এবং নিজেদের কর্মফল ভোগ করতে হবে।

দৌলতে দুনিয়া কে পীছে তু না জা আখিরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া?
মালে দুনিয়া দো'জাহাঁ মে হে ওবাল কাম আয়ে গা না পেশে যুল জালাল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৯-৭১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের ফাঁদ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়ার ভালবাসা শয়তানের এমন একটি ফাঁদ, যাতে আটকা পরে মানুষ নেক কাজ সমূহ থেকে দূরে হয়ে যায়, যেমন; প্রথমত মুস্তাহাব সমূহ থেকে দূরত্ব, অতঃপর সুন্নাত থেকে উদাসিনতা, এরপর ফরয ও ওয়াজিব সমূহ বর্জন করার অভ্যাস এবং ধীরে ধীরে হারাম কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। নামায বর্জন করার অভ্যাস হয়ে যায়, মিথ্যা বলা, গীবত করা, অপরের মনে কষ্ট দেয়া, গান বাজনা শুনা এবং বিভিন্ন হারাম এবং নাজায়িয কাজে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। তাছাড়াও দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা আপনজনদেরকে ভূলে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা

অকৃত্রিম বন্ধুদের থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা গরীবদের নিকৃষ্ট এবং নগন্য মনে করতে থাকে, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা কৃপণ (Miser) হয়ে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা অহঙ্কারের আপদে লিপ্ত হয়ে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিদের প্রতি নসিহত প্রভাব বিস্তার করে না, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা হালাল ও হারামের পার্থক্য করতে পারে না, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা **হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ তায়ালার** হক) এর পাশাপাশি **হুকুকল ইবাদ** (বান্দার হক) থেকে উদাসিন হয়ে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা চুরি, লুটতরাজ এবং ডাকাতির সম্মুখিন হয়ে যায়। মোটকথা দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ব্যক্তিরা যদি দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে জানতো তবে কখনো এর প্রতি মন লাগাতো না। কোরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে মুকাদ্দাসায় দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ২৭তম পারার সূরা হাদীদের ২০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِیْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِی الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ২০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: জেনে রাখো, দুনিয়ার যিন্দেগী তো নয়, কিন্তু খেলাধুলা, সাজসজ্জা, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গর্ব প্রদর্শন করা এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক চাওয়া মাত্র।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে **সিরাতুল জিনানে** লিখা হয়েছে: এই আয়াতে দুনিয়ার আসল রূপ বর্ণনা করা হচ্ছে, যেনো মুসলমান এর দিকে ঝুঁকে না পরে, কেননা দুনিয়া খুবই কম উপকার প্রদানকারী এবং দ্রুত ধ্বংসশীল। এই আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া সম্পর্কে পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, (১ ও ২) দুনিয়ার জীবন তো শুধু খেলাধুলা মাত্র, যা কিনা শিশুদের কাজ এবং শুধুমাত্র তা অর্জনে পরিশ্রম করতে থাকা সময় ক্ষেপন করা ছাড়া আর কিছু নয়। (৩) দুনিয়ার জীবন হচ্ছে সৌন্দর্য্য এবং আরাম আয়েশের নাম, যা কিনা মহিলাদের শোভা। (৪ ও

৫) দুনিয়ার জীবন হচ্ছে পরস্পর অহঙ্কার ও গর্ব করা এবং সম্পদ ও সন্তানে একে অপরের চেয়ে আধিক্য চাওয়ার নাম এবং যেখানে দুনিয়ার এই অবস্থা এবং এতে এরূপ মন্দকাজ সমূহ বিদ্যমান, তবে এতে মন লাগানো এবং তা অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকার পরিবর্তে ঐসকল কাজে লিপ্ত হওয়া উচিৎ, যাদ্বারা পরকালিন জীবন সজ্জিত হয়ে যায়। (সীরাতুল জিনান, ৯/৭৪০)

আসুন! এবার দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি:

শয়তানের মেয়ে

হযরত সায়্যিদুনা আলী খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়া হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তানের মেয়ে এবং দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তার মেয়ের স্বামী (অর্থাৎ জামাতা), ইবলিশ তার মেয়ের কারণে ঐ দুনিয়াদার ব্যক্তির নিকট আসা যাওয়া করতে থাকে, সুতরাং আমার ভাইয়েরা! যদি তুমি শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে চাও, তবে তার মেয়ের (অর্থাৎ দুনিয়ার) সাথে সম্পর্ক (Relationship) করোনা। (আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ১/১৯)

নীল চক্ষুবিশিষ্ট কুৎসিত বৃদ্ধা

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: কিয়ামতের দিন একজন নীল চক্ষুবিশিষ্ট খুবই কুৎসিত বৃদ্ধা, যার দাঁর সামনের দিকে বের হওয়া থাকবে, মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে: একে চিনো? মানুষরা বলবে: আমরা তার পরিচয় পাওয়া থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বলা হবে: এ হলো সেই দুনিয়া, যার জন্য তোমরা গর্ব করতে, এর কারণেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এরই কারণে একে অপরের প্রতি হিংসা এবং শত্রুতা করতে। অতঃপর তাকে (বৃদ্ধার আকৃতিতে দুনিয়া) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সে বলবে: হে পরওয়ারদিগার! আমাকে অনুসরনকারীরা এবং আমার দল কোথায়? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তাদেরকেও এর সাথী বানিয়ে দাও।

(যম্মুদ দুনিয়া মাআ মওসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৭২, নম্বর-১২৩)

দুনিয়া কো তু কিয়া জানে ইয়ে বিস কি গাঁট হে হাররাফা
সুরাত দেখো যালিম কি তু কেয়সি ভোলি ভালি হে
মেহেদ দেখায়ে যেহের পিলায়ে, কাতিল, ডায়িন, শোহর কুশ
ইস মুরদার পে কিয়া লালছায়া দুনিয়া দেখি ভালি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ

(১) এই দুনিয়া প্রকাশ্যভাবে তোমার হাবাগোবা এবং সাধাসিধে মনে হয়, তুমি জাননা যে, এই জালিম দুনিয়া কিরূপ ধোকাবাজ এবং বিষাক্ততার গর্ত, সে বড় বড় ব্যক্তিত্বদের ঘর ধ্বংস এবং তরী ডুবিয়ে দিয়েছে।

(২) এই দুনিয়া জালিম ও ধোকাবাজ, মধু দেখিয়ে বিষ পান করিয়ে দেয়, তবে এরূপ মৃত দুনিয়ার প্রতি কেনইবা উৎসর্গিত হতে হবে, হাজারো লোক একে পরীক্ষা করে নিয়েছে এবং পরীক্ষিত জিনিষকে কেনইবা আবার পরীক্ষা করতে হবে?

দুনিয়ার বাস্তবতা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"মালফুযাতে আলা হযরত"** কিতাবে আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুনিয়ার নিন্দাবাদ সম্পর্কে লিখেছেন: হাদীস শরীফে রয়েছে: "দুনিয়ার মূল্য যদি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট একটি মশার ডানার সমতুল্যও হতো, তবে এর থেকে পানির একটি বিন্দুও কাফিরদেরকে দান করতেন না।" (তিরমিযী, ৪/১৪৪, হাদীস নং-২৩২৭) (দুনিয়াটা) নিকৃষ্ট, তাই এটি নিকৃষ্টদেরকে দান করা হয়েছে, **আল্লাহ তায়ালা** যখন থেকে এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেন, তখন থেকে কখনও এটির দিকে তাকাননি। দুনিয়াটা আসমান ও জমিনের মাঝখানে শূণ্যেই (ঝুলন্ত অবস্থায়) রয়েছে, আর কান্নাকাটি করে করে বলছে: হে আমার **রব**! তুমি আমার উপর কেন অসন্তুষ্ট? (অতঃপর আ'লা হযরত বললেন) স্বর্ণ ও রৌপ্য হচ্ছে **আল্লাহ তায়ালা**র শত্রু। যেসব লোক দুনিয়ায় স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতি ভালবাসা রাখে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন এভাবে আহ্বান করা হবে, কোথায় সেসব লোকেরা, যারা **আল্লাহ**র শত্রুকে ভালবাসে! **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়াকে আপন প্রিয় বান্দাদের থেকে এতই দূরে রাখেন যে, কোন মা যেমন তার অসুস্থ সন্তানকে ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। (নেকীর দাওয়াত, ২১৭ পৃষ্ঠা)

হুব্বে দুনিয়া মে দিল ফাঁস গিয়া হে নফসে বদকার হাফি হুয়া হে
হায় শয়তাঁ ভি পীচে পড়া হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বুযুর্গানে দ্বীনদের আচার আচরন আমাদের জন্য চলার পথের পাথেয়, এই ব্যক্তিত্বরা দুনিয়ার আসল রূপ সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন। দুনিয়া তাদের দিকে আসতো, কিন্তু তারা দুনিয়ার পরিবর্তে সর্বদা পরকালকে প্রাধান্য দিতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

দুনিয়ার প্রতি উদাসিন খলিফা

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতাকে অবলম্বন করে নিলেন, আরাম ও আয়েশকে ছুঁড়ে দিলেন, সুস্বাদু আহার ছেড়ে দিলেন এবং খুবই সাধারণ খাবার খেতে শুরু করলেন।

নুআঈম বিন সালামত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট গেলে দেখলাম যে, যয়তুনের তেল দিয়ে রুটি আহার করছেন। (সীরাতে ইবনে জাওযী, ১৮০ পৃষ্ঠা) ইউনুস বিন শায়াব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে খেলাফত লাভের পর এই অবস্থায় দেখলাম যে, যদি আমি চাই তবে না চুঁয়েই তার পাজরের হাঁড়গুলো গুনে নিতে পারতাম। (সীরাতে ইবনে জাওযী, ১৮১ পৃষ্ঠা) তাঁর গোলাম বলেন যে, একদিন আমি আমার মুনিব আমীরুল মুমিনিনের নিকট এলাম, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসুরের ডাল আহার করছিলেন, আমি বললাম: كُلَّ يَوْمٍ عَدَسٌ! অর্থাৎ রোজ রোজ ডাল! তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী বললেন: هٰذَا طَعَامُ مَوْلَاكَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْن! অর্থাৎ তোমার মুনিব আমীরুল মুমিনিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এটিই খাবার। (সীরাতে ইবনে জাওযী, ১৮১ পৃষ্ঠা)

বাহ! "মসুর ডাল" এর কি বরকত!

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! উৎসর্গীত হয়ে যান! আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতার উপর! যিনি এতো বড় সম্রাজ্যের খলিফা হয়েও সাধারন খাবার খেতেন, তাই আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও যেনো **আল্লাহ** ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে সাধাসিধে জীবন অতিবাহিত করি এবং ডাল সবজিও আনন্দ চিত্তে খেয়ে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মসুরের ডালের বিরূপ শান যে, হাদীসে পাকে একে বরকতময় বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমনটি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা মসুরের ডাল অবশ্যই খাও, কেননা এটি বরকতময় বস্তু। যা অন্তকে কোমল এবং অশ্রুকে বৃদ্ধি করে। এতে ৭০জন আম্বিয়ায়ে কিরামের বরকত অর্ন্তভূক্ত, যাঁদের মধ্যে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও অর্ন্তভূক্ত। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৬৭, হাদীস নং-৩৮৭৬)**

ইমাম শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একদিন যয়তুন, একদিন মাংস এবং একদিন মসুরের ডাল রুটি দিয়ে আহার করতেন। এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মসুরের ডাল এবং যয়তুন নেককারদের আহার, মুসরের ডাল শরীরের মেদ কমায় আর মেদহীন শরীর ইবাদতে সাহায্য করে, মসুরের ডাল এমন কামভাব জাগ্রত করে না, যা মাংস খাওয়াতে জাগ্রত হয়। **(তাফসীরে কুরতুবী, ১/৩৪৬)**

মে কম খানা খা'নে কি আ'দত বানাওঁ খোদা করম! ইস্তেকামত ভি পা'ও

দুনিয়া ও আখিরাত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটি একটি সত্যিকার বাস্তবতা যে, অবিনশ্বর আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া অনেক দ্রুত ধ্বংসশীল, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষীরা প্রকাশ্য এই দুনিয়াকে অর্জনের জন্য অনেক বেশি খুশি হয়, এর সাথে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা জুড়ে নেয়, এর রঙ তামাশায় মত্ত হয়ে যায় কিন্তু যখন হুঁশে ফিরে তখন আফসোস করতে থাকে। দুনিয়ায় অবস্থান করে যারা আখিরাতের উন্নতির চেষ্টা করে, তার দুনিয়াও উত্তম হয়ে যায় এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যায় আর দুনিয়ায় অবস্থান করে শুধুমাত্র ধন সম্পদ উপার্জনকারী আখিরাতের উপকারীতা ও প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দুনিয়া রঙ তামাশায় মত্তরা শয়তানের প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে, আর

আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহনকারীরা **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় হয়ে যায়। দুনিয়ার পথ সাধারনত কামনা ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার কারণে সহজ মনে হয়, কিন্তু এর পরিনতি অনেক খারাপ, আখিরাতের পথ প্রকাশ্যভাবে কঠিন মনে হয় কিন্তু এর গন্তব্য জান্নাতের সুন্দর এবং স্থায়ী স্থান। যেহেতু দুনিয়া আখিরাতে তুলনায় আমাদের অনেক নিকটবর্তী, তাই এর প্রতি মন দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে যায় আর আখিরাত হলো দুনিয়ার পর, তাই এর প্রতি উদাসিনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মনে রাখবেন! দুনিয়াকে দুনিয়া বলার কারণও এটি যে, দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় আমাদের বেশি নিকটবর্তী।

দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় কেন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচনা **"নেকীর দা'ওয়াত"** এর ২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: **'দুনিয়া'** শব্দের আভিধানিক অর্থ **'নিকটবর্তী'** এবং দুনিয়াকে এ কারণেই দুনিয়া বলা হয় যে, এটি আখিরাতের তুলনায় মানুষের অতিশয় নিকটবর্তী কিংবা এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, নিজের স্বাদ ও কু-প্রকৃত্তির চাহিদা পূরণের কারণে হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী। (হাদীকতুন নদিয়া, ১/১৭)

দুনিয়া কী?

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ **'উমদাতুল ক্বারী'**র ১ম খন্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন: আখিরাতের পূর্বে সমস্ত সৃষ্টিই দুনিয়া। (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং এগুলো দিয়ে ক্রয় করা যায় এমন সব প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতেই দুনিয়া বুঝায়। (হাদিকাতুন নদিয়া, ১/১৭)

কোন প্রকারের দুনিয়া ভাল, কোন প্রকারের দুনিয়া নিন্দনীয়?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়াবী দ্রব্যাদি তিন ধরনের: **(১)** সেই দুনিয়াবী দ্রব্যসামগ্রী যা আখিরাতে সহযোগীতা করে আর যেগুলোর উপকারিতা মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়, এ ধরনের দ্রব্য কেবলই দুইটি: ১. ইলম ও ২. আমল। আমল বলতে

একনিষ্ঠতা সহকারে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করা। **(২)** সেসব দ্রব্যসামগ্রী যেগুলোর উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে; আখিরাতে সেসবের কিছুই অর্জিত হয়না, যেমন; গুনাহ করার মাধ্যমে স্বাদ ভোগ করা, বৈধ দ্রব্য থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকার গ্রহণ করা। যেমন; জায়গা-জমি, সোনা-রূপা, উন্নত পোষাক, উন্নত মানের খাবার ইত্যাদি এবং এই প্রকারটি নিন্দনীয় প্রকারের অর্ন্তভূক্ত। **(৩)** সেসব দ্রব্যাদি যেগুলো নেক কাজে সহযোগিতা করে, যেমন; প্রয়োজনীয় খাবার ও পোষাক ইত্যাদি। এই প্রকারটিও প্রশংসনীয় কিন্তু এগুলো দ্বারা যদি দুনিয়ার সাময়িক উপকারিতা ও স্বাদ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়ার দ্রব্যাদিকেও নিন্দনীয় বলা হবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৭০-২৭১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়া হচ্ছে একটি মুসাফিরখানার মতোই, যেখানে মুসাফিররা এসে অবস্থান করে এবং কয়েকদিন অবস্থান করে সেখান থেকে চলে যায়, মুসাফিরখানায় এসে কয়েকদিন অবস্থানকারীরা কখনোই সেখানে থাকাবস্থায় দীর্ঘস্থায়ীত্বের আশা করেনা এবং এর পরিবেশে মন লাগায় না। তাই আমাদেরও উচিৎ যে, আমারাও এই অস্থায়ী ঘর অর্থাৎ দুনিয়ারই হয়ে না যাই, কেননা আমাদেরতে একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে, আমাদের গন্তব্য এটা নয় বরং জান্নাত। আসুন নিজের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বৃদ্ধি করতে এবং আখিরাতের ভাবনা উদ্ধোলিত করতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি এবং নসিহতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি সর্বদা দুনিয়ার চিন্তায় লিপ্ত থাকে (এবং দ্বীনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না) তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার সকল কাজ কঠিন করে দিবেন এবং তার দারিদ্রতা সর্বদা তার সামনেই থাকবে আর তার দুনিয়া ততটুকুই অর্জিত হবে যতটুকু তার নিয়তিতে লিখা ছিলো এবং যার নিয়্যত আখিরাতের দিকে থাকবে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার একাগ্রতার জন্য তার কাজকে সঠিক করে দেন এবং তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি অগ্রাহ্যতা প্রদান করে দেন আর দুনিয়া তার নিকট সয়ংক্রিয় ভাবে এসে যায়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, ৪/৪২৪, হাদীস নং-৪১০৫)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: দুনিয়া হচ্ছে তার ঘর, যার (আখিরাতে) কোন ঘর নেই এবং দুনিয়া তার জন্য সম্পদ, যার অন্য কোন সম্পদ নেই আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তি সঞ্চয় করে, যার নিকট জ্ঞান নেই।

(শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি মা বাল্লিগনা আন সাহাবাতি..., ৭/৩৭৫, হাদীস নং-১০৬৩৮)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে দুনিয়াকে ভালবাসলো, সে নিজের আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করলো এবং যে নিজের আখিরাতকে ভালবাসলো, সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করলো, ব্যস! তোমরা ধ্বংসশীল দুনিয়ার উপর স্থায়ী আখিরাতকে প্রাধান্য দাও।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুল কাউফিইয়িন, হাদীস আবী মূসা আল আশআরি, ৭/১৬৫, হাদীস নং- ১৯৭১৭)

বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের আলোকে হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই মহান বাণী থেকে জানা গেলো যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের ভালবাসা একত্রে মনের মাঝে থাকতে পারে না, দুনিয়া আখিরাতের পরিপন্থি। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জ্ঞান ও ঈমানের সবচেয়ে নিম্নস্তর হলো, মানুষের জেনে নেয়া যে, দুনিয়া নশ্বর (ধ্বংসশীল) এবং আখিরাত অবিনশ্বর (স্থায়ী), এর প্রতিফল এরূপ যে, দুনিয়ায় অবস্থান করে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহন করা, দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে না যাওয়া। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া হচ্ছে বালির ন্যায়!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকায় দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের কিরূপ নিন্দা (Condemnation) বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই যেনো অস্থির না হই, আখিরাতের জন্যও নেকীর ভান্ডার জমা করুন, কেননা দুনিয়ার উদাহরন হলো বালির ন্যায়, বালি দ্বারা মুষ্টি যতই বড় করে ভরে নিন না কেন, তা ধীরে ধীরে কণা কণা মুষ্টি থেকে বের হয়ে যায় এবং অবশেষে মুষ্টি খালি হয়ে যায়। এমনই অবস্থা এই ধোকাবাজ দুনিয়ার।

টাকা উপার্জন করা অতঃপর তা অসুস্থতায় ব্যয় করা

মানুষ সারা জীবন দুনিয়ার আনুগত্য করে, দুনিয়া অর্জনের টানে দিনরাত এক করে দেয়, পার্ট টাইম চাকুরী করে, ২০ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ কর্ম করে, শুধুমাত্র এই কারণেই যে, টাকা উপার্জন করতে হবে, মোটকথা দিন অতিবাহিত হয় এই ভেবে যে, টাকা উপার্জন করতে হবে এবং কদম বাড়ায় এই চিন্তায় যে, টাকা উপার্জন করতে হবে। কিন্তু আহ! সেই টাকা, যার জন্য নিজের শরীরের তোয়াক্কা করেনি, সেই দুনিয়া, যার জন্য দিনরাত এক করেছিলো, সেই সম্পদ, যা পাওয়ার সংগ্রামে ওভারটাইম (Overtime) করেছিলো, সেই ধন, যা অর্জনের জন্য হালাল হারামের তোয়াক্কা করেনি, সেই টাকা, যা পাওয়ার জন্য নিজের জীবনের মূল্যবান মাস ও বছর সমূহ নষ্ট করে দিয়েছিলো, সেই টাকা পয়সাই কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থতায় ব্যয় হয়ে যায়। জি হ্যাঁ! বান্দা যখন বার্ধক্যে উপনিত হয় তখন বিভিন্ন রোগ বালাই স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকে, এবার না সে দুনিয়ার থাকে, না আখিরাতের জন্য কিছু করতে পারে।

মৃত্যুকে ভূলো না

দুনিয়ার ফিতনা থেকে সাবধান করে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক বুযুর্গ এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন: হে লোকেরা! এই অবসর সময়ে নেক আমল করে নাও এবং **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করতে থাকো। আশায় বুক ভাসিয়ো না এবং নিজের মৃত্যুকে ভূলে যেওনা। দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পরো না, নিশ্চয় সে ধোকাবাজ এবং ধোকা দিয়ে সঙ সেজে তোমার সামনে আসবে এবং নিজের কামনার মাধ্যমে তোমাকে ফিতনায় ফেলে দিবে, দুনিয়া তার অনুসারীদের জন্য এমনভাবে সাজে, যেমনটি নববধু সাজে। দুনিয়া তার কতযে প্রেমিককে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং যারাই এর থেকে প্রশান্তি অর্জন করতে চায়, তাকে অপদস্থ ও অপমানিত করে দেয়, সুতরাং এতে বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখো, কেননা তা বিপদ সংকুল স্থান, এর সৃষ্টিকর্তা এর নিন্দা করেছেন, এর নতুনগুলো পুরোনো হয়ে যায় এবং এর আকাঙ্ক্ষীরাও মরে যায়। **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর দয়া করুক, উদাসিনতা থেকে জাগ্রত হয়ে যাও এবং এর পূর্বেই ঘুম থেকে চোখ খুলে নাও যে,

এভাবে ঘোষনা করা হবে: অমুক ব্যক্তি অসুস্থ এবং এর অসুস্থতা প্রবল আকার ধারণ করে নিয়েছে, কোন ঔষধ আছে কি? এবার তোমাদের জন্য ডাক্তারদেরকে ডাকা হয়েছে, কিন্তু আরোগ্যের আশা শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর বলা হবে: অমুক অসিয়ত (Will) করেছে এবং নিজের সম্পদের হিসাব করেছে। অতঃপর বলা হবে: এবার তার কণ্ঠ ভারি হয়ে গেছে, এখন সে তার ভাইদের সাথে কথা বলবে না এবং প্রতিবেশিদেরকে চিনবে না, এবার তোমাদের কপালে ঘাম এসে গেছে, কান্নার আওয়াজ আসতে থাকবে এবং তোমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে, তোমার চোখের পলক বন্ধ হতেই মৃত্যুর ধারণা সত্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তোমার বোন ভাই কান্না করছে, তোমাকে বলা হবে যে, এটা তোমার অমুক সন্তান, এটা অমুক ভাই, কিন্তু তোমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব তুমি কিছু বলতে পারবে না, তোমার মুখে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, যার কারণে আওয়াজ বের হচ্ছে না, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু এসে গেলে এবং তোমার রূহ অঙ্গ থেকে পুরোপুরি বের হয়ে গেলো, অতঃপর তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেই সময় তোমার ভাইয়েরা এসে জমা হয়ে গেছে, অতঃপর তোমার কাফন আনা হয় আর তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পড়ানো হয়। এবার তোমার শশ্রুষাকারীরা চুপ করে বসে যায় এবং তোমাকে হিংসাকারীরাও শান্তি পায়, পরিবারের লোকেরা তোমার সম্পদের দিকে মনোযোগী হয়ে যায় আর তোমার আমল সমূহ বন্ধক হয়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া, ৩/৬২০)

দিল সে দুনিয়া কি মুহাব্বত দূর কর দিল নবী কে ইশক সে মামূর কর
আশক মত দুনিয়া কে গম মে তু বাহা হাঁ নবী কে গম মে খুব আঁসু বাহা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পিছু ছাড়াতে, আখিরাতে চিন্তার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে এবং নেকীর প্রতি স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহন করুন। যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়ানো বা পড়া। প্রত্যেক যেলী

হালকায় কমপক্ষে একটি প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করুন, মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠরতদের লক্ষ্য কমপক্ষে ১২জন ইসলামী বোন, (সময়সীমা সর্বোচ্চ ১ ঘন্টা ১২ মিনিট) সকাল ৮টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত যখনই সময় হয় (পর্দা সহকারে) ব্যবস্থা করা যায়, সঠিক কোরআনে পাক পড়া শিখানোর পাশাপাশি গোসল, ওযু, নামায, সুন্নাত, দোয়া তাছাড়াও মহিলাদের শরীয়তের মাসআলা ইত্যাদি মুখস্ত বরং মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব "ইসলামী বোনদের নামায" থেকে দেখে দেখে শেখান, প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার "মাদানী ফুল" অনুযায়ী পরিচালনা করুন। ❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় উপস্থিতির বরকতে উত্তম সহচর্য অর্জিত হয়। ❁ প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা এর বরকতে কোরআনে করীম পড়ার ও মুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ❁ প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা এর বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার প্রেরণা নসীব হয়। ❁ প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোরও খুবই প্রভাবময় মাধ্যম এবং দ্বীনের বিষয় শিখার ফযীলত সম্পর্কে কি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: কল্যাণের বিষয় নিজেও শিখো এবং অপরকেও শিখাও, আমি কল্যাণ শিক্ষা গ্রহনকারী এবং শিক্ষা প্রদানকারীর কবরকে আলোকিত করে থাকি, যেনো তাদের কোন ধরনের ভয়ভীতি না হয়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৬, হাদীস নং-৭৬২২)**

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

গুনাহের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনার আগ্রহী ছিলো, তাছাড়া ফ্যাশন এবং বেপর্দার ভয়াবহতায় গ্রেফতার ছিলো। তার সংশোধনের কারণ কিছুটা এভাবে হলো যে, একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন ইসলামী বোন তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া উৎসাহ দিলে তার পড়ার জন্য মানসিকতা তৈরি হয়ে গেলো এবং সেই

ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া ব্যবস্থাও হয়ে গেলো, যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছিলো তার মাখারিজ ধীরে ধীরে সঠিক হচ্ছিলো, ইসলামী বোনদের মায়া মমতার বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি তার মনে গেঁথে গেলো, সুতরাং সে গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করলো এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। এখন সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা পড়ানোর পাশাপাশি যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। (আনোখি কামাঈ, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমলের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আফসোস! আমরা আখিরাতের চিন্তা করার পরিবর্তে দুনিয়ার রঙ তামাশায় মগ্ন রয়েছি, উন্নত মানে বাড়ি বানানোতে ব্যস্ত (Busy), আমরা আমাদের বাড়ি ঘর খুবই আলিশান ভাবে সাজাই। নিজের জীবনকে অর্থের ছড়াছড়ি, উন্নত ও উচ্চ দামি গাড়ির চমক, সুন্দর ও আলিশান অট্টালিকার আশেপাশে অতিবাহিত করতে চাই, একটু ভাবুন তো, এই জিনিষগুলো কতক্ষন আমাদের কাজে আসবে? এসব কি কবরে সাথে নিয়ে যেতে পারবে? আখিরাতে কি এই জিনিষগুলোর বিপরীতে নেকী অর্জিত হবে? কখনোই নয়! এই ব্যাংক ব্যালেন্স, ধন সম্পদ এবং জায়গা সম্পত্তি সবই এই দুনিয়ায় রয়ে যাবে, কবরে কিছুই কাজে আসবে না, সেখানে যদি কাজে আসে তবে তা শুধুমাত্র নেক আমলই কাজে আসবে, মুনকার নকীরের প্রশ্নাবলীতে সফলতা দিবে নেক আমলই, কবর ও হাশরে সান্তনা নেক আমলই প্রদান করবে, কবরের সংকীর্নতাকেও নেক আমলই প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিবে, কবরের অন্ধকারে নেক আমলই জ্বলমল করবে, কবরের আযাবের মাঝে নেক আমলই প্রতিবন্ধক হবে এবং শুধুমাত্র কবর কেন কবরের পর হাশরের ময়দানের গরম এবং এর পিপাসা থেকে, পুলসিরাতে সফলতার সহিত অতিক্রম, হিসাব নিকাশ এবং জাহান্নামের আযাব থেকেও আমাদেরকে নেক আমলই মুক্তি প্রদান করবে, তাই নেক আমলের চিন্তা করুন।

তিন ধরনের বন্ধু

রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির সাথে তিনিটি জিনিস যায়: (১) তার পরিবারের লোকেরা (২) তার সম্পদ এবং (৩) তার আমল। অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি তার সাথে রয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা এবং সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল তার সাথে যায়। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু সাকারাতিল মউত, ৪/২৫০, হাদীস নং-৬৫১৪) আর হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফিরিশতারা বলে: مَاقَدَّمَ অর্থাৎ সে পূর্বে কি পাঠিয়েছে? এবং লোকে জিজ্ঞাসা করে: مَاخَلَّفَ অর্থাৎ সে কি রেখে গেছে? (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যুহুদ ও কসর আল আমল, হাদীস নং-১০৪৭৫, ৭/৩২৮) অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ওয়ারিশরা রেখে যাওয়া সম্পদের চিন্তায় থাকে যে, কি রেখে যাচ্ছে? এবং যে ফিরিশতা রূহ কবয করার জন্য আসে, সে আমল ও আক্বীদার হিসাব করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুদ্ধিমত্তার চাহিদা যে, আমরা যেনো দুনিয়া এবং এর মধ্যকার জিনিসের চিন্তা ছেড়ে দিই এবং নেক আমল অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাই। যেই ধন সম্পদ উপার্জনের জন্য আমরা জীবন শেষ করে দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই আমাদের, যা ব্যয় করে দিয়েছে। যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা আমাদের নয়, বরং ওয়ারিশদের। তাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো যে, ধন সম্পদ এবং দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে দেয়া এবং পরিনাম সাজানোর প্রতি মনোযোগ দেয়া। এই অর্থ কারো বিশ্বস্ততা করেনি, এটা আসলেই হাতের ময়লা, মনে করুন! যদি জীবনে কোটি কোটি টাকা জমাও করে নেয়া হয়, তবুও আমরা ততটুকুই ব্যবহার করতে পারবো যতটুকু আমরা করতে পারি। এভাবে বুঝে নিন, যেমন কোন ব্যক্তির ক্ষূধা (Hunger) লেগেছে, সামনে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, বিরিয়ানির সুগন্ধি মন ও মননকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে, মন সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে, মুখে পানি এসে যাচ্ছে, মন চাচ্ছে যে পুরো পাতিলই খেয়ে নিই কিন্তু আসলে এর থেকে কতটুকুই বা খেতে পারবে। এক প্লেট বিরিয়ানিই যথেষ্ট, খুব বেশি খেলে দুই বা তিন প্লেট খাওয়ার পর আর খাওয়ার সুযোগই নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, পেট ভরে যায় কিন্তু মন ভরেনা, ইচ্ছে করে যে, আরো খাই, খুবই সুস্বাদু হয়েছে কিন্তু খায়না, এই কারণেই যে, খাওয়ার

উপায়ও তো নাই, পেট ভরে গেছে, আর কিভাবে খাবে, ঠিক অনুরূপভাবে আমরা যতই উপার্জন করিনা কেন, কোটি কোটি টাকা জমা করে নিইনা কেন কিন্তু এর থেকে এতটুকুই খাবো, যতটুকুতে পেট ভরে। অনুরূপভাবে কাপড়ও ততটুকুই ব্যবহার করা হবে যতটুকু দ্বারা একটি পোষাক হয়ে, মোটকথা দুনিয়াবী সম্পদের ভান্ডার জমা নেয়া হলেও ব্যবহার ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু নিজের জন্য সম্ভব, অবশিষ্ট সবই দুনিয়ায় রয়ে যাবে। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে:

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা আমার সম্পদ আমার সম্পদ করতে থাকে, অথচ তার সম্পদ শুধুমাত্র তিনটি অংশ: প্রথমতঃ তা, যা খেয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ তা, যা পরিধান করে ময়লা করে দেয়া হয়েছে এবং তৃতীয়তঃ তা, যা কাউকে (**আল্লাহ**র পথে) দিয়ে দেয়া হয়েছে আর জমা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া যাকিছু রয়েছে সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তা অপরের জন্য রেখে যেতে হবে। **(মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪২৫০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহিলা ব্যবসায়ী মজলিশ!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটাই বাস্তবতা যে, যা আমরা দুনিয়ায় জমা করে রেখেছি তা এখানেই রয়ে যাবে, তাই নিজের মন থেকে দুনিয়া ভালবাসা বের করতে এবং হালাল রিযিকে বরকত পেতে সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা ও খয়রাত করার অভ্যাস গড়ুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ধন সম্পদের ভালবাসা মন থেকে বের হয়ে যাবে। তাছাড়া অধিক উপার্জনের লালসায় হালাল ও হারামের পার্থক্য ভূলে হারাম পদ্ধতিতে উপার্জনকৃত সম্পদ দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণও হতে পারে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ব্যবসার প্রকাশ বিধান প্রদান করেছে, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং দুনিয়ার চাকচিক্য বর্তমান সময়ের মুসলমানদের সুন্দর বিধানাবলীর প্রতি আমল করা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে **"মহিলা ব্যবসায়ী মজলিশ"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার কাজ ব্যবসায়ী মহলের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী বোনদের ব্যবসা সম্পর্কীত ইসলামী শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা, তাদের মাঝে **দা'ওয়াতে**

ইসলামীর বার্তাকে প্রসার করা এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" এই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা বানানো।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাতে হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক!

আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা দূর করে দিন এবং **তাঁর** এবং **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম যে,

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** হঠাৎ মুত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** গুনাহে লিপ্ত করে দেয়।

☆ **দুনিয়া** হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তানের মেয়ে।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** মৃত্যু, কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি থেকে উদাসিন করে দেয়।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** উন্নত পোষাক, উত্তম খাবার এবং আলিশান বাড়ির আকাঙ্ক্ষার কারণ হয়।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** ধন সম্পদ অর্জন করার লোভ সৃষ্টি হয়।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** মনের মাঝে ঘর করা যেনো শয়তানের ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** পোষনকারীদেরকে আখিরাতে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

☆ **দুনিয়ার ভালবাসা** থেকে **আল্লাহ** ওয়ালারা সর্বদা দূরত্ব বজায় রাখে।

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি কবর মে ওয়ার না সাজা হোগী কড়ী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

হালাল উপার্জনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! হালাল রিযিক উপার্জন সম্পর্কীত কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী প্রত্যক্ষ করুন: **(১)** পবিত্র রিযিক উপার্জনকারীর জন্য জান্নাত রয়েছে। (মু'জামু আওসাত, ৫/৭২, হাদীস নং- ৪৬১৬) **(২)** হালাল রিযিক অন্বেষণ করা ফরয সমূহ আদায় করার পরের একটি ফরয। (মু'জামু আওসাত, ১০/৭৪, হাদীস নং- ৯৯৯৩) ☆ মালিক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ইজারা (চুক্তি) সংক্রান্ত শরীয়তের মাসআলাগুলো শিখা ফরয, না শিখলে, গুনাহগার হবে। (হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল, ৬ পৃষ্ঠা) ☆ কর্মচারী রাখার সময় চাকুরীর সময়সীমা, দায়িত্ব পালনের সময়সূচী এবং বেতন ইত্যাদি প্রথমেই চূড়ান্ত ও নির্ধারিত হওয়া জরুরী। (প্রাগুক্ত, ৬ পৃষ্ঠা) ☆ কর্মচারী অফিসে কিংবা দোকান ইত্যাদিতে রেজিস্টার খাতায় আসা ও যাওয়ার সঠিক সময় লিখবে। কেউ যদি মিথ্যা সময় লিখে এবং ডিউটি কম করা সত্ত্বেও পূর্ণ বেতন গ্রহণ করে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে। (প্রাগুক্ত, ৯ পৃষ্ঠা) ☆ বেতন বাড়ানোর জন্য এবং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিজের পদোন্নতির জন্য নকল সার্টিফিকেট নেওয়া নাজায়েয ও গুনাহ। (প্রাগুক্ত, ১০ পৃষ্ঠা) ☆ কর্মচারীদের উচিৎ ডিউটি কালীন সময়ে কাজের প্রতি সজাগ থাকা। অলসতা সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যেমন; রাতে দেরীতে শয়ন করা ইত্যাদি। (প্রাগুক্ত, ১০ পৃষ্ঠা) ☆ যেই ব্যক্তি ইজারা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না, যেমন মুদাররিস, কিন্তু শুদ্ধভাবে পড়াতে পারে না, তবে তার উচিৎ তৎক্ষণাৎ (যার সাথে ইজারা করেছে তাকে) অবহিত করা। (প্রাগুক্ত, ১৩ পৃষ্ঠা) ☆ যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা যেমন; ১২ মাসের জন্য চাকরীর চুক্তি হয়, তবে এখন উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়া চুক্তি ভঙ্গ হবে না, মালিকের অযথা ধমক দেওয়া যে, বিদায় করে দিব বা কর্মচারীর ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দেয়া সঠিক নয়, তবে হ্যাঁ, শরয়ী অপরাগতার কারণে উভয়ের মধ্য থেকে যে কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চুক্তি শেষ করে দিতে পারবে। (প্রাগুক্ত, ১৪ পৃষ্ঠা) ☆ মুসলমানের জন্য অমুসলিমের নিকট এমন চাকরী করা নাজায়িয, যাকে মুসলমান অপমানিত হয়, যেমন: তার ঘর পরিস্কার করা, ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করা, গাড়ি পরিস্কার করা ইত্যাদি, তবে যেসকল কাজে

মুসলমানের অপমান হয় না, তা করতে পারবে। (প্রাগুক্ত, ১৫ পৃষ্ঠা) ☆ চৌকিদার, গার্ড বা পুলিশ ইত্যাদি যাদের কাজ জাগ্রত থেকে পাহারা দেওয়া, ডিউটির সময় যদি ইচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে পড়ে, তবে গুনাহ্গার হবে আর যতটুকু সময় ঘুমিয়েছে কিংবা অলসতা করেছে, সেই পরিমাণ বেতন কর্তন করাতে হবে। (প্রাগুক্ত, ২২ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।